Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র বহিপীর: নৈরাশ্যবাদী চিন্তার ইতিবাচক বিবর্তন

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sharmin Sultana
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.10
Pages	181-193
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১ ॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.10
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৮১-১৯৩

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর*: নৈরাশ্যবাদী চিন্তার ইতিবাচক বিবর্তন

শারমিন সুলতানা
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: shilabrishty18@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যুক্তিবাদী আধুনিক নারীর প্রথা ভাঙার অভিযান *বহিপীর* (১৯৬০)। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) এ নাটকের একাধিক চরিত্র বিভিন্ন কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে চরম অস্তিত্ব সংকটে ভুগেছে যা তাদের বিশিষ্টতা দান করেছে। সংকট ও এর গতিধারা নাটকটিকে চেতনার বিবর্তনে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যা গবেষণা দ্বারা পর্যালোচিত হওয়ার তাগিদ দেয়। সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের মতে, ঈশ্বর ও ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত হয়েই ব্যক্তি মুক্তির স্বাদ পায়। জাঁ-পল সাত্রের্র মতে, মানুষ যেমন মানুষের ধ্বংসের জন্য দায়ী, তেমন মানুষই পারে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে। ফ্রেডরিক নীৎশেও মনে করেন, ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সর্বোচ্চ বিকশিত সত্তায় উত্তীর্ণ হয়ে মানুষই পারে মানবিকতার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হতে। গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে এই গবেষণাপত্রে প্রথমত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর* নাটকে প্রধান চরিত্রগুলোর হতাশাগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণগুলো দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ হতাশা বা নৈরাশ্যবাদের ইতিবাচক বিবর্তনের মৌলিক দর্শন সন্ধান করা হয়েছে।

মূলশব্দ

নৈরাশ্যবাদ, অস্তিত্ববাদ, নাস্তিক্যবাদ, সূর্যাস্ত আইন, হতাশাবাদ, বিবর্তন, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, মানবতা, শুভবোধ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিজীবনে নির্মোহ ও মার্জিত চিত্তের মানুষ ছিলেন তিনি। চিন্তাশীল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনে পঞ্চাশের মন্বন্তর, ব্রিটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নারী-পুরুষের বৈষম্য, শ্রেণিসংগ্রাম, ব্রিটিশ ও নব্য পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন, নির্যাতন ও বৈষম্য, এবং ধর্মের নামে মানুষের সাথে প্রতারণা দাগ রেখে যায়। যার ফলে মার্জিত ব্যক্তিত্বের আড়ালেই তিনি ক্রমশ দুঃখবাদী হয়ে ওঠেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু* উপন্যাসের জন্য বাংলা সাহিত্যে নিজের অবস্থান অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে হতদরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের সহজ-সরল জীবনের সাথে কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ ধর্মকে ব্যবহার করে যে প্রতারণা করেছিল, তার স্বরূপ উন্মোচন করেন এ উপন্যাসে। এরই ধারাবাহিকতা *বহিপীর*। *বহিপীর* নাটকটি অস্তিত্ববাদী দর্শনের নানারূপ দিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু এর নৈরাশ্যবাদী চিন্তার ইতিবাচক বিবর্তনের দিকটি আলোচিত বা গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটে ওঠেনি। গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে এই গবেষণাপত্রে প্রথমত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর* নাটকে প্রধান চরিত্রগুলোর হতাশাগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণগুলো কী তা দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ হতাশা বা নৈরাশ্যবাদের ইতিবাচক বিবর্তনের মৌলিক দর্শন সন্ধান করা হয়েছে। অর্থাৎ *বহিপীর* নাটকের চরিত্রগুলো নিজ নিজ নিরাশার জায়গা থেকে কি নাস্তিক্যবাদী দর্শনের দিকে ধাবিত হয়েছে, না কি কিয়ের্কেগার্ডের মতাদর্শের অনুসারী হয়ে ঈশ্বর ও ধর্মে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে তা দেখানো হয়েছে। এছাড়াও হতাশাগ্রস্ত চরিত্রগুলো জাঁ-পল সার্ত্রের দর্শন অনুযায়ী ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন সত্তায় অস্তিত্বশীল হয়েছে কি না, কিংবা ফ্রেডরিক নীৎশের ভাষায় ব্যক্তির অতিমানব সত্তা যা মানুষকে অপার শক্তির আধার হিসেবে মানুষের জন্য নিবেদিত হয়ে নিজের প্রাণশক্তির মাঝেই অস্তিত্বশীল করে, তাও দেখানো হয়েছে। এখানে মূল বইটিকে গবেষণার মুখ্য উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কিছু গবেষণাগ্রন্থ ও গবেষণাপত্রকে গৌণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করে কাজটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তিনটি মৌলিক প্রশ্নকে সামনে রাখা হয়েছে। এক, নৈরাশ্যবাদী দর্শনের মূল ভিত্তি কী? দুই, নৈরাশ্যবাদী দর্শন চরম উৎকর্ষের সময়ে ব্যক্তিকে কি অস্তিত্বহীন বা অস্তিত্ববাদী করে তোলে? তিন, জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে নৈরাশ্যবাদী চিন্তার ইতিবাচক বিবর্তন-দর্শন কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়? এ গবেষণাপত্রে নৈরাশ্যবাদী চিন্তার ইতিবাচক বিবর্তন মূল্যায়ন করার জন্য নৈরাশ্যবাদী ও অস্তিত্ববাদী দর্শন এবং নিহিলিজমের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আলোচনাপূর্বক ব্যাখ্যাকার্য পরিচালিত হয়েছে যা মূল নাটকটির চরিত্র মূল্যায়নে যথাযথ ভূমিকা রেখেছে।

বহিপীর (১৯৬০), নারীর যুক্তিবাদী সত্তার প্রথা ভাঙার অভিযান। নিরীক্ষাপ্রবণ লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহসী উচ্চারণ তাহেরার স্বনির্বাচিত জীবন। তাহেরার পিরের সাথে বিবাহকে অস্বীকার ও হাশেমের সাথে নতুন জীবনে পাড়ি দেওয়ার সাহস প্রাচীনের ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতার জোরহীনতাকে প্রমাণ করে। বহিপীরের চিত্তে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসাকে মেনে নেওয়ার প্রবণতা অবরুদ্ধ ব্যক্তিচেতনাকে মুক্তির ও আত্মবোধের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করায়। এটি মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত মন্থর ও শ্রীহীন গতিহীনতায় আধুনিক বোধ ও জীবন-জিজ্ঞাসায়

গতিসঞ্চার করেছে। পুরুষতান্ত্রিক অহম ও সংস্কার, সামন্তবাদী প্রভুত্ব ও সর্বগ্রাসী মনোভাব নবজীবনের এই নির্ভয়, দৃঢ়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ আবেদনে নবনির্মাণ লাভ করেছে। তাহেরার জীবনবোধ স্বেচ্ছাচারী স্পর্ধা ছিল না, ছিল আত্মমর্যাদা, যা সামন্তবাদের প্রতীক জমিদার হাশেম আলীকেও অনুপ্রাণিত করেছে। নিজের জমিদারি রক্ষার সুযোগ পেয়েও জমিদার হাশেম আলী সত্য ও সুন্দরের কাছে পরাজিত হয়ে জয়ী হয়েছে নিজের কাছে। ব্যক্তি-চরিত্রের এ নবজাগরণ স্থবির জীবনে নতুন সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা মুক্তির পথে লণ্ঠনের আলোর মতো অন্ধকারে দিশা দেখায় বিভ্রান্ত পথিককে।

হতাশা ও নিরাশা থেকে অস্তিত্ব সংকটের সূচনা ব্যক্তির মনে ও মননে উঁকি দেয়। যখন কেউ ব্যক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান খুঁজে পায় না, তখন তাকে হতাশা গ্রাস করে। আর এ থেকে ব্যক্তি হতাশাগ্রস্ত হয়। ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে আরম্ভ করে গোষ্ঠিগত জায়গা পর্যন্ত— সকল ক্ষেত্রে নৈরাশ্য বা নৈরাজ্য অনুভব করে যেখানে ব্যক্তি রাজ্য বা রাষ্ট্র কাঠামোর নিয়মতান্ত্রিক অনুশাসনে নিজেকে নিরাপদ অবস্থায় পায় না। হতাশা থেকে অস্তিত্ব নিয়ে ব্যক্তি সংকটাপন্ন হয়, আবার অস্তিত্বের সংকটে বা অবস্থানহীনতা থেকেও ব্যক্তি নৈরাশ্যবাদী বা হতাশাগ্রস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট যে, অস্তিত্ববাদ ও নৈরাশ্যবাদ প্রত্যয় দুটি একে অপরের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ বলেন:

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় সমগ্র ইউরোপ যখন একটি মৃত উপত্যকায় পরিণত হয় এবং গোটা মানবজাতি রক্তাক্ত, আহত, পীড়িত ও মুমূর্ষু অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিল তখন ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে বোদ্ধামহল সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। (২০১৯: ১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর* নাটকের চরিত্র বহিপীর ও জমিদার হাতেম আলী মূলত ব্যক্তিক হতাশাকে চরমভাবে উপলব্ধি করে। চরিত্রগুলো একটা সময়ে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু প্রাথমিকভাবে কোথাও নিজের অবস্থান ও পরিচয় না পেয়ে নৈতিকতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্যে নিজেদের আত্মিক মুক্তির আশা খুঁজে পায়। নৈরাশ্যবাদ মূলত একটি ধারণা যা ব্যক্তির চিন্তাজগত ও ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকে বিচিত্র দিকে ধাবিত করে। মূলত হতাশা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, শূন্যতা, বস্তু ও জীবনের অসারতা, ব্যর্থতা, একাকিত্ব, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিরুদ্ধ পরিস্থিতি, মানসিক টানাপোড়েন, প্রেম কিংবা শুভবোধের প্রতি অবিশ্বাস, প্রকৃতির বিধান বা ঈশ্বরের প্রতি আস্থাহীনতা ইত্যাদি থেকে ব্যক্তিচেতনায় নৈরাশ্যবাদের জন্ম হয়। সময় ও প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতিভেদে এ ধরনের অনাস্থাজনিত যন্ত্রণা বা শূন্যতাবোধ কম-বেশি সকলের মাঝেই ক্রিয়াশীলতা পায়। মানবজীবনে নৈরাশ্য জন্মানোর কারণ বহুবিধ। Samuel Osgood-র উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য:

> We have no instrument or calculus for measuring the pains and pleasures of a human life. All men are probably pessimist at some time and with some men the gloomy temper tends to be habitual, and they are almost always looking on the dark side of things. (Osgood, 1878: 456)

সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তি খারাপ অনুভূতিকে অতিক্রম করতে যদি না পারে, তবে সে ব্যক্তি নিজের ভেতরে গভীর শূন্যতা অনুভব করে। এতে পারিপার্শ্বিক সবকিছু তার কাছে অন্তঃসারশূন্য হয়ে ওঠে। নৈরাশ্যবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ পেসিমিজম। এটি গ্রিক শব্দ 'পেসিমাস' থেকে এসেছে যার অর্থ নিকৃষ্টতম। ব্যক্তির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান, অনমনীয় পরিস্থিতি, অনিয়ন্ত্রিত ঘটনাপ্রবাহ, অসহনীয় ও অপরিবর্তনীয় হতাশাজাত নৈরাশ্য চেতনা ইত্যাদি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্জয় তিমিরে পরিণত করে:

> Pessimism is the inclination of seeing, expecting or confirming the darker aspects of a situation or the evil and unfavorable results, events, troubles etc. It is also believing that the present world is the most horrible and everything tend to wickedness. (Ayassrah & Alidmat 2017: 137)

নৈরাশ্যবাদ একটি ধারণা, যা বলে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্ব নেতিবাচকতার জায়গা থেকে নিকৃষ্টতম। ব্যক্তির নৈরাশ্যবাদী চেতনা ব্যক্তিকে সৃষ্টিশীলতা থেকে বিমুখ করে বলে এটিকে ব্যক্তির দোষ বলে বিবেচনা করা হয়। যার বিশ্বাসে নৈরাশ্যবাদী চেতনা ক্রিয়াশীল তাকে নৈরাশ্যবাদী বলা হয়। নৈরাশ্যবাদী হলো এমন এক ব্যক্তি যার কোনো কিছু করার ইচ্ছা নেই, কোনো কাজে মনোবল নেই, পৃথিবীর সকল কাজ অর্থহীন মনে হয় তার কাছে; তাও আবার যৌক্তিকভাবেই। সে হয়ে ওঠে চরম হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি। এটি এমন এক পর্যায়ের মানসিকতা যেখান থেকে যে-কোনো কাজই ব্যক্তির কাছে অর্থহীন মনে হয়। এ মানসিক অবস্থা আত্মহত্যাতেও আগ্রহী নয় কেননা এই কাজও নৈরাশ্যবাদীদের কাছে কোনো অর্থবহন করে না। নৈরাশ্যবাদীরা কোনো কিছুর আশায় স্বপ্নও দেখে না। কেউ কেউ ব্যক্তির হতাশাবাদী হওয়ার পেছনে বস্তুর উপর ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাসকে দায়ী করেন, যা ব্যক্তিকে শুধু তার সম্ভাবনা থেকেই দূরে সরায় না, বরং তার স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নের পেছনে ক্রিয়াশীল হওয়া থেকেও বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ ঈশ্বরকে বা ঈশ্বর প্রদত্ত ভাগ্যকে ব্যক্তির দুঃখের পেছনে দায়ী করে। গ্রিক ট্রাজেডি মানুষকে এ ধরনের ধারণার দিকে টেনে নেয়:

> Every man's life is surrounded by sadness and misery which disturb his dreams ... And the poet's reading Greek Tragedy also made him feel that God is the cause of man's misery' (Ayassrah & Alidmat 2017: 139).

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের নেতিবাচক আত্ম-সমালোচনা, নেতিবাচক ভাবনা-চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সকল ইতিবাচকতা থেকে দূরে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন হতাশার জগতে পতিত হয়। একইভাবে:

> Pessimism involves a negative view of the past, present and future energizes itself through self-criticism, negative filters and discounting the positive, rejects advice that seems to other quite plausible and in its darkest form forsakes all the hope and choose suicide.' (Leahy, 2002: 298)

এই হতাশা বা নৈরাশ্যবাদের ইতিবাচক বিবর্তন অস্তিত্ববাদী দর্শনের কোন মতবাদ বা ধারণা অনুযায়ী বিবর্তিত হয়েছে তা খতিয়ে দেখার বিষয়। কারণ নাটকে জমিদারপুত্র হাশেম সংশয় ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী এক উদারচিত্ত মানুষ যার প্রাণশক্তির কাছে তাহেরার তথাকথিত বিয়ে তার ভালোবাসার পথের অন্তরায় হয়নি, এমনকি পিতার নামসর্বস্ব জমিদারিত্ব হারানোর ভয়ও সংকুচিত হওয়ার কারণ হয়নি। সে শুরু থেকেই ছিল শুভবোধের আলোয় আলোকিত। আর নাটকের আলোকবর্তিকা তাহেরা মূলত ছিল অসার সামাজিক লৌকিকতা-বিরোধী আত্মসম্মান সচেতন দৃঢ় চরিত্র, যার সাহস ও আলোকচ্ছটা বহিপীর ও জমিদার হাতেম আলীকে আলোর পথে এনেছে। তাহেরার ভেতর সামাজিক নিয়মের প্রতি অভিমান ছিল, কিন্তু হতাশা ছিল না। নাটকের বাকি দুটি চরিত্র জমিদার পত্নী খোদেজা ও বহিপীরের সেবক হক্কিকুল্লাহ ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। এ দুটি চরিত্রের ভেতরে হতাশা ছিল না, তবে মানবিক বিবেকের ছাপ ছিল, যা ঘটনার তলায় চাপা পড়লেও একেবারেই ঢাকা ছিল না।

বহিপীর নাটকের কাহিনি বারো-চৌদ্দ ঘণ্টার মধ্যে একটির পর একটি ঘটনা ক্রমে পরস্পর সাংঘর্ষিকভাবে অভাবনীয় পরিণতির দিকে এগুতে থাকে। এ নাটকে কাহিনির আদি-মধ্য-অন্ত একটি বজরাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র বহিপীর। বহি বা বইয়ের ভাষায় কথা বলায় তাকে বহিপীর বলা হয়। যদিও তার ভক্ত মুরিদের কোনো অভাব নেই, তবু বইয়ের ভাষায় কথা বলা পিরের কপটতা ও কৃত্রিমতা তাকে ভক্ত মুরিদদের থেকে দূরবর্তী ভিন্ন পৃথিবীর মানুষ হিসেবেই পরিগণিত করে। বহিপীর সাধারণ মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছে দেয় বলে দাবি করে, কিন্তু সে সাধারণ মানুষের মুখের সাধারণ ভাষায় কথা বলে না। কথা বলে বইয়ের ভাষায়। কারণ সে মনে করে খোদার বাণী বইয়ের ভাষায় বলা ভালো। কিন্তু খোদা সব ভাষাই বোঝেন এবং খোদার ইবাদত ও বাণী প্রচার সব ভাষাতেই করা যায়। কারণ খোদা সবার। খোদার কথা বলার জন্য কোনো বিশেষ ভাষার বা বইয়ের ভাষার প্রয়োজন হয় না।

পির নিজের অবস্থান সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে রাখার জন্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে বইয়ের ভাষায় কথা বলে থাকে। এ কারণেই সে সাধারণ মানুষের খুব কাছের কেউ হতে পারে না। শত শত মুরিদের সেবার পরেও বহিপীর এমন কাউকে তাদের মাঝে পায়নি যার সেবা নিঃস্বার্থ, যার সেবার ভরসায় জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। কারণ ভক্তরা ব্যক্তি মানুষটিকে নয়, ধর্মীয় পিরকে বেহেশত পাওয়ার লোভে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। যা কিছুর উদ্দেশ্য লোভ, তা মূলত কৃত্রিম। এ উপলব্ধিই পিরের হতাশার গুরুত্বপূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করে:

> আমার প্রথম স্ত্রীর এন্তেকাল হয় চৌদ্দ বৎসর আগে। আমি পুনর্বার শাদি না করিয়া খোদার এবাদত আর মানুষের খেদমতই করিয়াছি। আমার সন্তান-সন্ততিও নাই, দেখাশোনা করিবার জন্য এক হক্কিকুল্লাহ্ আছে। কিন্তু সে আর কত করিতে পারে। দেখিলাম বিবাহ করাটাই সমীচীন হইবে। (ওয়ালীউল্লাহ্ ২০২৩: ৫৭)

বাহ্যিকভাবে সমৃদ্ধ কিন্তু ভেতরে শূন্যতায় লীন বহিপীর। কৃত্রিম ভাষায় কথা বলে বহিপীর সাধারণ মানুষের কাছেও ভিনদেশি এক অতিপ্রাকৃত মানুষে পরিণত হয়েছে যেখান থেকে অনেকের মাঝে থেকেও সে হয়েছে একা। অধরা থেকে ক্ষমতা ও যশ প্রতিপত্তি ভোগ করায় সে নিজে থেকে একা হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় নিজের কৃত্রিমতা, মানুষের স্বার্থান্বেষী ভক্তি, পির-সত্তার বাইরে নিজের অগ্রহণযোগ্যতা বা অবস্থানহীনতা তাকে ভেতর থেকে ভীত ও অসহায় করে তোলে। এ অসহায়ত্ব ও একাকিত্ব তাকে ভেতরে ভেতরে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে। সে নিজেই নিজের অন্তঃসারশূন্য অবস্থানটি অনুভব করে। এ হতাশাগ্রস্ততা যেন:

> Simply, it can be said that pessimism means expecting obstacles, bad results or outcomes. It may also mean believing or feeling helpless or powerless and looking to the black side of life focusing on the glass half empty. (Ayassrah & Alidmat 2017: 138)

বহিপীর সবসময় ভক্তদের ঘিরে থাকায় তার প্রতি মানুষের ভক্তির পিছনের কারণ নিয়ে ভাবেননি, মেকি ভক্তির দেয়াল ভেঙে তাহেরার সত্যবচন ও পিরকে স্বামী মানতে অস্বীকার করার কারণে পির সত্যের মুখোমুখি হয়। ধর্মীয় স্বার্থে কেউ তাকে খুশি করে, কেউ আবার অস্বীকার করে:

> আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার বাপজান আর সৎমা আপনাকে খুশি করবার জন্যে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কোরবানির বকরি। ... আমি আপনার সঙ্গে যাব না। (ওয়ালীউল্লাহ্ ২০২৩: ৬৪)

ভালোবাসার মানুষের অভাব, তাহেরার অস্বীকৃতি বহিপীরের সামনে এ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে যে, পিরের বাইরে একজন বহিপীরের অস্তিত্ব ঠিক কোথায়? এ জায়গাটিতে বহিপীর চরিত্রটিকে তার শূন্যতা ও ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে অস্তিত্ববাদী দর্শন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। অস্তিত্ববাদ হলো এমন একটি দর্শন যেখানে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত নিজের ব্যক্তিস্বার্থ ও বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থ—এ দুইয়ের নির্বাচন সমস্যায় ভোগে। এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে জর্জরিত করে; তা থেকে যে-কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করে তার ভেতরে নিজের অস্তিত্বের সন্ধান খুঁজে পান। সার্ত্রের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য: ‘ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, সিদ্ধান্তটি সঠিক হবে কি না তা পূর্বেই না জানার কারণে ব্যক্তির মধ্যে মনস্তাপ বিরাজ করে।’ (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ২০১৯: ১)

এ মনস্তাপ থেকেই ব্যক্তির ভেতর হতাশা আসে যা তাকে মৃত্যুর মধ্যে অর্থময়তার সন্ধান দেয়। কিন্তু সার্ত্রে মনে করেন মৃত্যুর মধ্যে কোনো অর্থ নেই। নৈরাশ্যবাদীরা কেউ কেউ মৃত্যুকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কেননা কোনো কাজেই তারা অর্থ খুঁজে পান না। এছাড়া ব্যক্তিক হতাশা ও জীবনযন্ত্রণা ব্যক্তিকে ব্যক্তির অবস্থান ও ব্যক্তিত্বভেদে বিবিধ চিন্তায় পরিচালিত করে। ব্যক্তিজীবন ও এর অনুভূতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, গতিপ্রকৃতি, আবর্তন ও বিবর্তন সম্পর্কে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সোরেন কিয়েের্কেগার্ড অন্তঃসারশূন্য ভোগবাদী জীবনের পরিণতি হিসেবে অস্থিরতা ও হতাশাকে দাঁড় করিয়েছেন। ব্যক্তি কীভাবে তার অন্তর্মুখী হতাশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোনো এক কল্যাণকর কাজের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বা খুঁজে পাবে তা নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং তাঁর দার্শনিক মত উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে হতাশার বিবর্তনে নৈতিকতাকে তিনি অর্থপূর্ণ দাবি করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিকতার ভেতর নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তি আশা অনুভব করবেন এবং নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন। কিয়ের্কেগার্ড মনে করেছেন, এ নৈতিকতার মাঝেই মানুষের মুক্তি নিহিত। মানুষ তার সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাঝেই অস্তিত্ব খুঁজে পান বলে মতামত দিয়েছেন তিনি। সোরেন কিয়ের্কেগার্ড ধর্মে আত্মসমর্পণ বা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদনকে জীবনের চূড়ান্ত পর্যায় বিবেচনা করেছেন যা হতাশাবাদ থেকে অস্তিত্ববাদী চেতনায় এক ধরনের আশাবাদী বিবর্তন। তাঁর মতে, ‘সত্য সম্পর্কে জানার জন্য আত্মোপলব্ধি হলো সর্বোচ্চ স্তর, যার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তা তিনটি জীবন পৃথক পৃথকভাবে উপলব্ধি করে তার মধ্যে কোন জীবনটা শ্রেষ্ঠ তা নির্বাচন করে।’ (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ২০১৯: ১২)

বহিপীর খোদার ইবাদত করেছিল সারাজীবন এ ভেবে যে, নিজের অস্তিত্ব সেখানে নিহিত আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের ইবাদত সম্পর্কেও সে সন্দিহান হয়ে পড়ে। সারাজীবন যে ভক্তি সে চেয়েছে, তা-ই সে চেয়েছিল কি না কিংবা তার খোদার ইবাদত যথার্থ ছিল কি না, তা সম্পর্কিত সন্দেহ আরো নিরাশায় ভোগায় তাকে। বিশেষ করে, সে যখন বলে:

> আমি বড় শ্রান্ত বোধ করিতেছি। ... কত আর ছুটাছুটি করিতে পারি। বয়স তো হইয়াছে। এককবার ভাবি যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদানা করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি। মুরিদ হইবার জন্য লোকেরা দলে-দলে আসিয়াছে ... আমাকে কোনো অবসর দেয় নাই, এবাদত করিবার ফুসরত দেয় নাই। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ২০২৩: ৪৫)

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের নেতিবাচক আত্মসমালোচনা, নেতিবাচক ভাবনা-চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সকল ইতিবাচকতা থেকে দূরে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন হতাশার জগতে পতিত হয়। বহিপীরের ক্ষেত্রেও সেটি হয়েছে। সে নিজে অনুধাবন করেছে, যে খোদার ইবাদতকে ঘিরে তার প্রতিষ্ঠা, সে ইবাদতই ঠিক মতো করেনি। তাই খোদার রাস্তায়ও নিজের অবস্থান খুঁজে না পেয়ে সে চরমভাবে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। সে ভাবে:

> আমার দুঃখ এই যে, আমি মোজাহেদ হইতে পারিলাম না। ... মাঝে মাঝে ভাবি সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়ি যেই দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকে পা দুইটা আমাকে লইয়া যায়। (ওয়ালীউল্লাহ্ ২০২৩: ৪৫)

কিন্তু কোনো কিছুতেই পির স্থির হতে পারে না। মনের শান্তি বা আত্মিক মুক্তির সন্ধানে সে পাগলপ্রায় হয়ে যায়। কোনো এক বন্ধন তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু সেটা কী সে জানে না। সে জমিদার হাতেম আলীকে বলে—

> আসলে আমি ইহাই ভাবি যে ... শূন্যতার মধ্যে শূন্যতাই সম্ভব; সেখানে রূহ-এর মুক্তি মেলে না। (ওয়ালীউল্লাহ্ ২০২৩: ৭২)

বন্ধনহীনতার অভাবে তার আত্মায় যে শুষ্কতা দেখা দেয় তা তাকে সৃষ্টিহীন করে তোলে। বিধাতার ইবাদত করার সক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলে। তার ভাষায়:

> আল্লাহর ধ্যান করিলে শান্তি হয় বটে, কিন্তু ধ্যান করিবার জন্য প্রথমে যে শান্তি চাই সে শান্তি কোথায়। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ২০২৩: ৪৯)

ফ্রেডরিক নীৎশে কিয়ের্কেগার্ডের মতের বিরোধিতাপূর্বক অভিমত প্রকাশ করেন এবং দাবি করেন, 'ঈশ্বর মৃত, মানুষকেই ঈশ্বরের ভূমিকা পালন করতে হবে' (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ২০১৯: ১৭)। তিনি মনে করেন মানুষ সকল নিয়ন্ত্রক নিয়মের ঊর্ধ্বে। জাঁ-পল সার্ত্রে যেমন মনে করেছেন, 'মানুষই মানুষের ধ্বংসের জন্য দায়ী তেমন মানুষই পারে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে' (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ২০১৯: ১৮)। জাঁ-পল সার্ত্রে মনে করে মানবজীবন মনস্তাপের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি ব্যক্তির স্বাধীন সত্তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। তার মতানুসারে মানুষ চাইলেই মানুষের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কাছে ঈশ্বর দুর্বল; তাই মৃত্যু পরবর্তী জীবন বা ঈশ্বরে কোনো আস্থা তিনি দেখাননি। এ থেকে নাস্তিক্যবাদী ধারণা জন্ম নেয়। এ ধারায় বিশ্বাসী তাত্ত্বিকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেডরিক নীৎশে ও মার্টিন হাইডেগার। নীৎশেও মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বললেন, 'সর্বোচ্চ বিকশিত সত্তার মানুষই পারে প্রতিষ্ঠিত হতে' (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ২০১৯: ২৮)। তিনি মনে করেন, 'কোনো নিয়ন্ত্রক শক্তির চেয়ে মানুষের প্রাণ প্রবাহই উৎকৃষ্ট যা মানুষকে নির্ভীক ও শক্তিমান করে তোলে, যেখান থেকে মানুষ যে কোনো সংকট অতিক্রম করে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠতে সমর্থ হয়' (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ২০১৯: ৩২)। এ ক্ষেত্রে নীৎশেও সার্ত্রের মতো ঈশ্বর ও ধর্মের কাছে ব্যক্তির আত্মসমর্পণকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। ব্যক্তিকে নীৎশে অতিমানব হতে বলেন যা সার্ত্রের ভাষায় যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষ। আর এই অতিমানব সত্তাই মুক্তি দিয়েছে বহিপীরকে।

বহিপীর আধুনিক জীবনের গতি ও জীবনজিজ্ঞাসা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। নানা চেষ্টার পরও তাহেরার কাছে স্বামী হবার স্বীকৃতি না পেয়ে সে নিজের ক্রোধ সংবরণ করে দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। তাহেরা ও হাশেম যখন নতুন জীবনের সন্ধানে সম্মুখে এগিয়ে যায় তখন তাদের সাহসী পদক্ষেপ দেখে বহিপীরের স্বার্থবাদী ও নৈরাশ্যবাদী মনোভাবের বিবর্তন ঘটে। তার চেতনায় সত্য ও সুন্দরের ভাবনা প্রতিফলিত হয়। চেতনার এ বিবর্তন নতুন ইতিবাচকতার সুর শোনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'র *বহিপীর* নাটকে। বহিপীরের ভাষ্য নাটকটির ঘটনাপ্রবাহে মোড় ঘুরিয়ে দেয়:

> তাহারা গিয়াছে, তাহারা তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কি করিয়া তাহাদের ফিরাই। আজ না হয় কাল যাইবেই। ... আমরা থাকিব ... আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাকী দিন কাটাইয়া দিব। (ওয়ালীউল্লাহ্ ২০২৩: ৮০)

বহিপীর শুধু তাহেরা-হাশেমকেই মুক্ত করে দেয় তা নয়, জমিদার হাতেম আলীকে বিনা স্বার্থে বিনা শর্তে অর্থ সাহায্য করে তার জমিদারি রক্ষা করার মধ্য দিয়ে নতুনের পাশাপাশি পুরানোকেও প্রতিষ্ঠিত করে। সে চিন্তাগ্রস্ত জমিদার পরিবারকে অভয় দিয়ে বলে:

> আমাকে আপনারা কী ভাবিয়াছেন, আমি পীর হইয়াছি বলিয়া কি মনুষ্য নই? ... জমিদার সাহেব বিনা শর্তে আপনি টাকা পাইবেন। ইহা দান নয়, ইহা পীরি বদান্যাতাও নয়। আপনাকে ইহা লইতে হইবে। আমার বিশেষ অনুরোধ। (ওয়ালীউল্লাহ্‌ ২০২৩: ৭৯)।

বহিপীর নাটকে শুধু যে জীবনের নির্ভয় উদ্বোধন ও তরুণ প্রজন্মের দ্বিধা ও সংশয়হীনতা উচ্চারিত হয়েছে তা নয়, নাটকটি ব্যক্তি চরিত্রের সংকীর্ণতাকে নববোধের প্রভাবে আজন্ম কাঙ্ক্ষিত মুক্তি প্রদান করেছে। মানুষ নিজের দাপট বজায় রাখতে কিংবা অস্তিত্ব সংকট থেকে নিজেকে বাঁচাতে যে কৃত্রিম কাঠিন্য লালন করে, তার থেকে মুক্তির কামনাও করে। পারিপার্শ্বিক অসম ব্যবস্থা, ক্ষমতা ও কূটকৌশলের বেড়াজালে বন্দি মানুষ আত্মিক মুক্তির স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে আমৃত্যু। *বহিপীর* নাটকে তেমনি আরেক তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলী। নাটকে হাতেম আলীর জমিদারি সূর্যাস্ত আইনে নিলামে ওঠার উপক্রম হয়েছিল। এ আইনের ১৪ নং রেগুলেশন অনুযায়ী রাজস্ব পরিশোধে অক্ষম জমিদারের জমি প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রি করে তাঁর বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হয়। এ আগ্রাসনের রাজনীতি সামন্ত জমিদার মনে যে হতাশার জন্ম দিয়েছে, তা প্রতিহিংসা হয়ে দেখা দিয়েছিল ক্ষয়িষ্ণু শাসক শ্রেণির চিন্তায়। ক্ষমতা হারানোর ভয় ও অস্তিত্বহীনতা মানুষের মনে যে অসহিষ্ণু মনোভাব ও হতাশার জন্ম দেয়, তা থেকেই মূলত মানুষ মানবতাকে অস্বীকার করে। আর এ কারণেই জমিদার হাতেম আলী বহিপীরের সাহায্যের লোভে তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিন্তু মানসিকভাবে সে শান্তি পায় না। হতাশা আর নিরাশা তাকে গ্রাস করে যা তার ভেতরকার অসহায়ত্বকে তুলে ধরে।

যে জমিদারিত্বের সাথে তার জীবন-জীবিকা, সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠা জড়িত, সে জমিদারি বাঁচাতে ছল করে বাল্যবন্ধুর সাহায্য নিতে গিয়েও যখন জমিদার হাতেম আলী ব্যর্থ হয়, তখন ভয়, আশঙ্কা, আশাহীনতা তাকে গ্রাস করে। এক সময় দাপটের সাথে রাজত্ব করা জমিদার সবার কাছে লজ্জিত ও হেনস্তা হওয়ার ভয়ে, পরিবারের কাছে অক্ষম প্রমাণিত হওয়ার আতঙ্কে গুমরে মরতে থাকে এবং কোথাও বাঁচার কোনো পথ না পেয়ে হয়ে পড়ে চরম নৈরাশ্যবাদী। ব্যক্তির এ ধরনের বিপর্যয় প্রসঙ্গে বলা যায়:

> No human is born pessimist naturally so pessimism is something acquired not inborn. The pessimist has their own conviction that was affected by environmental, political, social ... factors, such convictions steer their mind to except the worst or convinced things to be gloomy.' (Ayassrah & Alidmat 2017: 138)

'১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক চালুকৃত এ সূর্যাস্ত আইনের অধীনে ২২ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক জমিদার তাদের জমিদারি হারায়' (সুমন ২০২২)।

ক্ষমতা হারানোর ভয় ও অস্তিত্বহীনতা মানুষের মনে অসহিষ্ণু মনোভাব ও হতাশার জন্ম দেওয়ায় জমিদার হাতেম আলী তার জমিদারি বাঁচানোর জন্য তাহেরার বিনিময়ে বহিপীরের কাছ থেকে টাকা নিতে চেয়েছিল। নতুন রাজনৈতিক আইন যখন পুরোনো অস্তিত্ব ভাঙতে শুরু করে, তখন তা নতুন আইনের পাশাপাশি নতুন হতাশারও জন্ম দেয়। জমিদার হাতেম আলী এখানে একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধি চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়। উনিশ শতকে এ ধরনের সমস্যাগুলো আলোচনায় উঠে আসে হতাশার মাঝে:

> ... some ages bear a white mark in the history than the ages that are called dark; yet new developments are constantly disturbing old associations. (Osgood, 1878: 459)

জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিন্তা, পরাজিত হওয়ার ভয়, অপমানিত হওয়ার ভয়, অবমাননার শিকার জমিদার হাতেম আলী নিজের যন্ত্রণা লুকাতে না পেরে বহিপীরের কাছে বলে দেয়। বন্ধুর দেওয়া আঘাত সে ওই অবস্থায় কোনোভাবেই মানতে পারে না। অন্য দিকে তার বংশের গৌরব ও মানহানির অকল্পনীয় ভাবনা তাকে তাড়া দিয়ে পৌঁছে দেয় নিরাশার মূলে, যেখান থেকে সে বাঁচার পথ খুঁজে না পেয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। বহিপীরের কাছে তার বলা কথায় নিরাশার চিত্র উঠে আসে:

> পীর সাহেব, আমার মাথার উপর হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে; চারিদিকে আমি অন্ধকার দেখছি। আমার পায়ের তলা থেকেও যেন মাটি সরে যাচ্ছে। ... সত্যি আমি কোনো পথ দেখছি না। এখন কী করে যে নিজের পরিবার আর দেশের দশজনের কাছে মুখ দেখাব জানি না। (ওয়ালীউল্লাহ্ ২০২৩: ৫৫)।

সম্ভাব্য পরাজয়ের ভয়, সমস্যা নিরসনের উপায়হীনতা ব্যক্তিকে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি আগে থেকেই বুঝতে পারে, সে চরম বিপদের মুখে পতিত। হতাশার মধ্যে সে বাঁচে বলে নিজের অবস্থান বা অস্তিত্বকে কোথাও অনুভব করতে পারে না বলে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ে:

> Anticipatory pessimism takes the form of worry and hopelessness. The individual either predicts that bad thing may happen, in which case, he may worry until he finds a solution or he may predict that nothing will work out. (Leahy 2002: 303)

নৈরাশ্যবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অস্তিত্ব সংকটের জায়গা থেকে যে অবিশ্বাস উৎপত্তি লাভ করে, তাকে নিহালিজম বলা হয়। নিহালিজম হলো 'নাস্তিক্যবাদী ধারণা যা ব্যক্তির মন থেকে প্রচলিত সকল বিশ্বাসের প্রতি অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। আর এ অবিশ্বাস থেকে মানুষ সবকিছুকে অস্বীকার করতে থাকে' (মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ২০১৯: ১২)। এটিকে নৈরাশবাদী চেতনারই একটি পর্যায় বলা যায়। এই ধারণাটির ইংরেজি নাম নিহালিজম যা ল্যাটিন মূলশব্দ নিহাল থেকে এসেছে যার অর্থ—নাথিং অর্থাৎ কিছুই না। এ মতাদর্শের প্রথম অনুসারী জর্জিয়াস সোফিস্ট মনে করেন, 'গন্তব্যের সত্যের কোন অস্তিত্ব নেই এবং যদিও কম-বেশি থেকেও থাকে তবে এটি জানার বাইরের বিষয়' (উদ্ধৃত, মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ২০১৯: ৫১)।

নিহালিজম সকল আদর্শকে অস্বীকৃতি জানায় এবং এই ধারণা প্রচার করে যে, আদর্শগুলো মূল্য হারাচ্ছে এবং আমরা যে যা বিশ্বাস করি তাতে বস্তুত কিছু আসে যায় না। ফ্রেডরিক নীৎশের পূর্বে এই নিহালিজম নিয়ে জ্যাকবি, কিয়ের্কেগার্ড প্রমুখ আলোচনা করেছেন। নব্বইয়ের দশকে রাশিয়ান সাহিত্যে নিহালিজমের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এ সম্পর্কে ফ্রেডরিক নীৎশের ধারণা প্রণিধানযোগ্য:

> That is the highest value lose their value. The goal does not work or the answer (why) is not. Nihilism is a trend for which the highest values are devalued. Values become worthless because the goal does not exist. (Hasrat 2020: 229)

নিহালিজম এমন একটি ধারণা যা পৃথিবীর সকল কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, ইতিবাচকতার ধারণাকে অস্বীকার করে। এটি পৃথিবীর সৃষ্টিকারীকেও অস্বীকার করে। এটি ধর্মীয় দর্শনের সাথে দ্বন্দ্বপূর্ণ। এটি কোনো ইতিবাচকতাকে গ্রহণ করে না এবং সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার প্রত্যয় নিয়ে কোনো পুরানোকে যেমন বিশ্বাস করে না তেমনি কোনো নতুনের প্রতিও আস্থা স্থাপন করে না। কারণ হতাশাজনিত অনাস্থা থেকে এর উৎপত্তি।

নিজের জমিদারি বাঁচিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য জমিদার হাতেম আলী শেষ পর্যন্ত বহিপীরের সাথে হাত মিলিয়ে তাহেরার বিনিময়ে অর্থ চায়। কিন্তু তাহেরার মানবতাবাদী আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চেতনার বিবর্তন ঘটে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভু হাতেম আলীর। তাহেরা বহিপীরের সাথে যেতে রাজি হলেও মত বদলে নেয় হাতেম আলী। জমিদারির চেয়ে নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতার মান রক্ষা করা তার কাছে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। অর্থের বিনিময়ে তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে সে অস্বীকৃতি জানায়: 'কিন্তু একটা কথা আছে। তিনি রাজী আছেন, আমি রাজী নই। আমি এ-ভাবে টাকা নিতে পারবো না। যায় যাক জমিদারি' (ওয়ালীউল্লাহ্‌ ২০২৩: ৭৮)। তাহেরার এ পরিবর্তন মূলত হাতেম আলী ও বহিপীরের নৈরাশ্যবাদী চিন্তার জগতে আঘাত করে এবং তাদের পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেছে। এখানেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র সার্থকতা। কেননা, তাহেরার দৃঢ়তা ও হাশেম আলীর অনমনীয় মনোভাব হতাশগ্রস্তদের সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছে এবং তাতে নৈরাশ্যবাদের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে।

নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো ধরনের দ্বিধা বা সংশয় ছিল না জমিদার হাতেম আলীর ভেতর। লোভ, ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোর চিন্তামুক্ত এক বিশুদ্ধ মানুষে পরিণত হয় হাতেম আলী। তার চিত্তের দৃঢ়তা ও প্রশান্তি সম্পর্কে সে নিজেই আত্মতৃপ্তি অনুভব করে: 'অনেক তো ভেবেছি, এ ক'দিনও ভাবতে ভাবতে শরীরের আর কিছুই নাই। কিন্তু হঠাৎ সব ভয় ভাবনা কেটে গেছে, আর মনে হচ্ছে নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি' (ওয়ালীউল্লাহ্‌ ২০২৩: ৭৮)।

ব্যক্তির মনের এমন সংকট ও তার প্রতিক্রিয়ার আলোচনায় জাঁ-পল সার্ত্রে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। তার মতানুসারে, মানুষ চাইলেই মানুষের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারে। ফ্রেডরিক নীৎশেও মনে করেন, ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য

দিয়ে সর্বোচ্চ বিকশিত সত্তায় উত্তীর্ণ হয়ে মানুষই পারে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হতে। তিনি মনে করেন, যে-কোনো নিয়ন্ত্রক শক্তির চেয়ে মানুষের প্রাণপ্রবাহ উৎকৃষ্ট; কারণ তা মানুষকে নির্ভীক ও শক্তিমান করে তোলে, আর সেখান থেকে মানুষ সংকট অতিক্রম করে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। বহিপীরের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি লক্ষ করা গেছে। নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগেই বহিপীর অন্যের সমস্যা সমাধান করার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছে। যদিও বহিপীর ফ্রেডরিক নীৎশের দর্শন অনুযায়ী হতাশা থেকে নাস্তিক্যবাদী চিন্তায় ধাবিত হয়নি, এ বিষয়ে আব্দুল মান্নান সৈয়দের অভিমত প্রণিধানযোগ্য:

> সব-মিলিয়ে, না-বলে উপায় নেই, ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন-চেতনা অস্তি-ঘেঁষা। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল গ্রন্থ *বহিপীর*। প্রচলিত অর্থে কমেডি এ নয়, কিন্তু এ অন্ধকারে আবদ্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত আলোকাভিসারী। বহিপীর এর দরোজা নাস্তি থেকে অস্তির দিকে উন্মোচিত। (২০০২: ৮২)।

কিয়ের্কেগার্ডের দর্শন অনুযায়ী মানবতার মাঝে মুক্তির রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন বহিপীর। তবে ঈশ্বর ও ধর্মে মুক্তি খোঁজার বিষয়টি *বহিপীর* নাটকে বহিপীর চরিত্রের ভেতর আসেনি। অর্থের বিনিময়ে তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানানোর মধ্য দিয়ে জমিদার হাতেম আলী স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে নিয়ে মানবতার পরিচয় দিয়ে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। ব্যক্তির অস্তিত্ব পুনরুদ্ধার করা নিয়ে ফ্রেডরিক নীৎশে বলেন:

> The problem was to overcome skepticism, pessimism, and nihilism; after the undermining of all certainty in respect of knowledge, the lapse of all impulse and goal in respect of will, the extinction of all emotion, to recover intellectual assurance, emotional response and commanding aims, that was for him the problem of philosophy-joyful wisdom. (Blackham 1952: 24)

নীৎশের বক্তব্য থেকে একটি সত্য বের হয়ে আসে, ব্যক্তি তার আবেগের মৃত্যু ঘটিয়ে এবং কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি দুর্বলতার প্রশ্রয় না দিয়ে ব্যক্তি হিসেবে নির্ভীক ও শক্তিমান হয়ে উঠতে পারলে এর মধ্য দিয়ে সে তার সমস্ত সংকট অতিক্রম করে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠবে। ব্যক্তির এ নির্ভীক ও অতিমানব হওয়া থেকে যে ইতিবাচক দর্শন জন্ম নেয় তা হলো অস্তিত্ববাদ। এবং এ দর্শনেই *বহিপীর* নাটকের নৈরাশ্যবাদী চরিত্র বহিপীর ও জমিদার হাতেম আলী পরিচালিত হয়েছে। নৈরাশ্যবাদী চেতনা থেকে তাদের কেউ সার্ত্রে বা নীৎশে বর্ণিত নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে যায়নি। হতাশা থেকে বের হয়ে আত্মমুক্তি পাওয়ার জন্য বহিপীর বা জমিদার কেউই বহিপীর নাটকে কিয়ের্কেগার্ড-বর্ণিত ঈশ্বর ও ধর্মকে বেছে নেয়নি। নাটকের চরিত্রগুলো নিরাশা কাটিয়ে যেভাবে মানবকল্যাণের পথে মুক্তির আনন্দে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে, তা নীৎশে বর্ণিত অতিমানব হওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে মেলে। আর এরই মধ্যে নিহিত সার্ত্রের দর্শনের অস্তিত্বশীলতা।

তাহেরার অনমনীয় মনোভাব, দৃঢ়তা, সাহস ও মানবতাবাদী আচরণ হতাশগ্রস্তদের সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছে এবং নৈরাশ্যবাদের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। তাহেরা যখন জমিদার পরিবারের সম্মান বাঁচানোর জন্য নিজের ইচ্ছা, আত্মসম্মান, নিজের বিয়ের বৈধতা সম্পর্কিত

স্বাধীন সত্তার বিশ্বাস ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে বহিপীরের কাছে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, যেটার চেয়ে আত্মহত্যা তার কাছে সহজ ছিল, তখন জমিদার ও বহিপীরের স্বার্থসংক্রান্ত অমানবিক আচরণ তাহেরার মানবিকতার কাছে হেরে যায় এবং তাহেরাকে তারা তাদের সকল ধরনের স্বার্থের বেড়াজাল থেকে স্বেচ্ছায় মুক্ত করে দেয়। দুজনেই তাহেরার প্রতি অধিকার ছেড়ে দিয়ে তাকে নতুন জীবন দেওয়ার মধ্যে নিজেদের আত্মিক মুক্তি ও অস্তিত্ব খুঁজে পায়। প্রমাণিত হয়, নৈরাশ্যবাদের মূলভিত্তি অন্তঃসারশূন্যতা; এই নৈরাশ্যবাদের চরম অবস্থায়ও ব্যক্তি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। আর তার পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে মানবিকতা, যা সকল ধর্মের মূল কথা। আর এ মানবিকতাই মুক্তির উপায়, জীবনের মূল জীবনীশক্তি, হতাশা থেকে বের হওয়ার উৎকৃষ্ট রাস্তা। স্বাধীন ইচ্ছায় নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের পথ ছেড়ে অন্যের কঠিন পথকে বেছে নেওয়ার চিন্তাই নৈরাশ্যবাদের ইতিবাচক বিবর্তনের মৌলিক দর্শন, যা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড, জাঁ-পল সার্ত্রে ও ফ্রেডরিক নীৎশে—তিনজন দার্শনিকের চিন্তার নানা অংশের সমন্বয়। সমন্বিতভাবে এটিই মানবতার, মানব-আকাঙ্ক্ষার আশাবাদী উত্তরণের কথা বলে। এর প্রতিফলন দেখা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর* নাটকে।

সহায়কপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০৮)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: অগ্রন্থিত রচনা*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

আযহার সুমন (২০২২)। 'সূর্যাস্ত আইন কী? সূর্যাস্ত আইনের প্রবর্তক', https: //www.azharbdacademy.com/2022/02/Sun-Set-Law-by-Lord Cornwallis.html

মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ (২০১৯)। *জাঁ-পল্ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ ও মানবজীবন*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: এমফিল অভিসন্দর্ভ।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১০)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*। ঢাকা: মনন প্রকাশ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০২৩)। *বহিপীর*। ঢাকা: মাটিগন্ধা।

Alsaeed, D. N. Hadi Q. (2022). 'Melancholia And Pessimism In Some Of Thomas Hardy's Poems', *Journal Of English Language And Literature (Joell)*, 9 (1), 109-117. DOI: http: //dx.doi.org/10.54513/JOELL.2022.9113

Ayassrah, Mohamed Ayed Ibrahim & Ali Odeh Alidmat. (2017). Metaphor as a Means of pessimism in English Poetry. *International Journal of English Linguistics*, 7(5), 135-143. DOI: 10.5539/ijel.v7n5p135)

Blackham, H. J. (1952). *Six Existentialist Thinkers*. Routledge and Kegan Paul. London.

Leahy, Robert L. (2002). Pessimism and the evolution of Negativity. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 16 (3), 295-316. DOI: 10.1891/jcop.16.3.295.52520)

Hasrat, Prof. Zia Ur Rahman. (2020). Hasrat, Literary and philosophical trend of Nihilis. *International Journal For Innovative Research in Multidisciplinary Field*, 6 (9), 229-230. https: //www.ijirmf.com/wp-content/uploads/IJIRMF202009037.pdf

Osgood, Samuel. (1878). Pessimism in the Nineteenth Century. *The North American Review*, 127 (269), 456-475. https: //www.jstor.org/stable/25100696)